হাল সাকিন

জহুরুল হক

মুক্তধারা

প্রথম সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ
আবুল বারক আলভী
ছেপেছেন ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

দেশ ও বিদেশের শিক্ষক

নাঈম-উল হক
অনন্ত কুমার সেনগুপ্ত
Walter LaPierr

এই লেখকের ঃ

সাতসাঁতার

মনুবর্ণালী

জীবন ও বিজ্ঞান

নিষিদ্ধ নিশ্বাস

সাগরের শেষ নেই (অনুবাদ)

ছোট্ট এক রাজকুমার (অনুবাদ)

যদিও শৈশব, শিক্ষার কাল এবং যৌবনের প্রারম্ভ কেটেছে পূর্বপুরুষদের গ্রামে আর ছোটবড় বিভিন্ন শহরে, ঢাকাতেই প্রকৃতপক্ষে আমার পাকাপাকি কর্মজীবনের শুরু। আদর্শই বলি, আর স্বপ্নই বলি, কাজই আসলে তাদের ভিত্তি; অথবা স্পর্শনীয় শরীর। পঞ্চাশের দশক থেকে আজ প্রায় পঁচিশ বছর ঢাকা আমাকে দেখেছে, আমার মূল্য যাঁচাই করেছে,—তেমন কিছু পেয়েছে কি না তা এখনো আমার বিবেচ্য নয়। মূল কথা হলো, আমি চাই বা না চাই, জানি বা না জানি,—যেমন কাজে তেমনি চিন্তায়—ঢাকা-ই আমাকে তৈরী করেছে, এখনো করছে। তারপর ভাগ্যে থাকলে আমি হয়তো আমার পূর্বপুরুষদের পাশে একদিন শুয়ে পড়তে পারবো। তার আগে এই সময় আর এই ঠিকানা এখন আমার; অথবা আমিই। এই বইয়ের একটি লেখাও 'চিরকালের' জন্যে নয়, আমার মতো তা আর কে জানে; আমার কাল এবং পরিবেশের প্রতি যদি এগুলিকে আমার চেতনার ক্ষীণ কিন্তু যথাসাধ্য 'প্রত্যুত্তর' বলে গণ্য করা সম্ভব হয়, যৌবন এবং মধ্যজীবনের কাছে এবং পড়শী-বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

অতএব, লেখাগুলিকে প্রধানতঃ রচনার কালক্রমানুসারে সাজিয়েছি। কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রমও চোখে পড়বে। দেখতে পাই প্রায় দুই দশক পরেও কয়েকটি ভাবনা বা 'প্যাশন' আমাকে রেহাই দেয়নি, উত্থান-পতন, এবং কখনো কখনো গভীর বিপদসঙ্কুল অস্তিত্বের পরিমণ্ডলেই ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। বিশ পঁচিশ বছর পরেও তাদের সুতো ধরে আবার টান দেয়া ছাড়া আমার উপায় থাকেনি। সময়ের বিশাল ব্যবধান সত্ত্বেও এই ধরনের ফিরে-আসা ভাবনাগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি জায়গা দিতে হয়েছে। 'ঢাকার জীবন—৩' আর 'বই-নৈর্ব্যক্তিক'—এই ধরনের দুটি লেখা; ১৯৭৪-এ লেখা হলেও বইয়ের গোড়ার দিকে স্থান নিয়েছে। বইয়ের শেষের দিকেও, ঐ একই কারণে, সময়ানক্রমের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়েছি। বইটি যদি কিছুসংখ্যক পাঠকের কাছে উপভোগ্য হয়, তা হলে আশা করি সাজানোর এই পদ্ধতির ফলে উপভোগ বাড়তেও পারে।

নিজের কাল এবং চেতনার প্রকৃতির উপর লেখা, একদিক থেকে ভাবলে, খুব সহজ ; কিন্তু তার বিপজ্জনক দিকও আছে। বহু চিন্তা এবং মন্তব্য অচিরে এবং অবলীলায় মূল্যহীন আর অর্থহীন হয়ে যেতে পারে। নিজের 'প্রয়োজনীয়তা' অথবা দায়িত্ব সম্বন্ধে যে লেখক কিছুমাত্র চিন্তিত তিনি স্বাভাবিকভাবেই ঐ সম্ভাবনাকে ভয়ের সঙ্গে—হয়তো বা বিষাদের সঙ্গেও—স্বীকার করতে বাধ্য। তবু এই লেখাগুলিকে একত্রে পাশাপাশি রেখে বইয়ের আকারে সাজানোর দুঃসাহস সঞ্চয় করেছি শুধু এই কথা ভেবে যে, 'মহাকাল' এই বাংলাদেশের, এই রাজধানীর, পথে পথে কেমন রেখা একসময় এঁকে গিয়েছিল, এ দেশের কোনো মানুষের মনে সে প্রশ্ন কখনো হয়তো বা জাগতেও পারে। এবং সে-দিনের সেইসব মানুষ কেমন আবেগে কোন্ ভাষায়, কোন্ আশায়, কোন্ আনন্দে-যন্ত্রণায় সেইসব রেখা পড়েছিল ? 'কাল' একই সময়ে, মুহূর্তজীবী এবং আবহমান।

কবি-বন্ধু কায়সুল হক আর লেখক-পড়শী ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী র আগ্রহ ছাড়া এই দুর্দিনে হয়তো 'হাল সাকিন' ছাপা হতো না। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং প্রুফ দেখার প্রয়োজনীয় নিরানন্দ কাজগুলির জন্যে, প্রত্যেক-বারের মতোই, সমস্ত কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য এই সাকিনের সহনশীলা গৃহিণীর।।

জ. হ.